মুজিবনগরে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস , সহযোগীর ১ মাস জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় যতারপুরে চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে তাফহিমুল হুসাইন (৩৭) নামের এক ভূয়া চিকিৎসকের ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শনিবার দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল এ অভিযানপরিচালনা করেন। একই সঙ্গে দণ্ডিত ভুয়া চিকিৎসকের সহযোগী সাগর আলীর (২৩) ১ মাস কারাদণ্ড এবং গাড়ি চালক ইমনের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডিত ভ’য়া চিকিৎসক তাফহিমুল হুসাইন ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বহরমপুর গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে । তার শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে। সহযোগী সাগর আলী গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং গাড়িচালক ইমন একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, হামিদুল ইসলাম প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র নামে যতারপুরে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন তাফহিমুল হুসাইন। তার চিকিৎসা সেবা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে সন্দেহসৃষ্টি হলে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার সুপ্রিয়া গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় ওই চিকিৎসকের বিএমডিসি ও বিডিএসের কোন সনদ না থাকা এবং অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করে তিনি এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন বলে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রমান পায়। এ অভিযোগে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস, তার সহযোগীর এক মাস এবং গাড়ি চালকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, তিনি বিএমডিসি বা বিডিএসের কোন রেজিস্ট্রেশন দেখাতে পারেননি।তিনি ভ’য়া চিকিৎসক হিসেবে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রতারণা করছেন। এরআগেও তিনি খাগড়াছড়িতে এ ধরণের অপরাধের কারণে জেল খেটেছেন। তিনি বারবার এ ধরণের অন্যায় কাজ করছেন। যে কারণে মেডিক্যাল প্রাকটিশনার আইনে এ

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ জেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (১০ মে) সকালে জেলা জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোহাম্মদ চাঁদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এম. মোসলেম উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ তাজিরুল ইসলাম জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

এসময় তিনি বলেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এখনও গঠিত হয়নি। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বারবার শুনতে হচ্ছে আমরা নাকি স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার! মেহেরপুর জেলায় ৩৭২ জন রাজাকারের তালিকা থাকলেও বাস্তবে মাত্র দুটি পরিবারের কয়েকজন জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাকিরা অন্য রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের হলেও আমাদের ওপরই সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের আকৃতি ধরে কোটটা বেশি চকচকে ছিল, আর যারা আমাদের বিপক্ষে যত বেশি বলতে পেরেছে, তারা তত বড় দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের ছোট বাংলাদেশের রিপোর্ট এখন বলছে যে ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। একটি ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি ৩ হাজার কোটি টাকা

বিদেশে পাচার করেছে।

সাবেক রাজনৈতিক সেক্রেটারি ও জেলা জামায়াতের কোষাধক্ষ জার্জিস হোসাইনের সঞ্চালনায় এ সময় জেলা জামায়েতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমীর মহবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, গাংনী উপজেলা আমীর ডা. রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মেহেরপুর মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে মোঃ চাঁদ আলী নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জার্জিস হোসাইন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শিশু তাছনিয়ার

নানার দোকানের হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে সড়কে প্রাণ হারালো তাছনিয়া খাতুন নামের আড়াই বছর বয়সী এক শিশু। দ্রুতগতির স্টিয়ারিংচালিত একটি গাড়ি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
নিহত তাছনিয়া খাতুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের প্রবাসী জয়নাল আবেদীনের মেয়ে।
আজ শনিবার (১০ মে) সকাল ১১টার দিকে কাজীপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, তাছনিয়া তার নানার দোকানে হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তাকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

মেহেরপুরে তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত জনজীবন

মেহেরপুরে শুরু হয়েছে তীব্র তাপপ্রবাহ। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনজীবন। মাঠে কাজ করতে হিমশিম খাচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। তবে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রোদের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

গতকাল শুক্রবার (৯ মে) বিকেল ৩টায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ।

আজ শনিবার (১০ মে) মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গেলো কয়েক দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার কারণে তীব্র গরমে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জনজীবন।

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে কাজে নেমে পড়া শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশা ও ভ্যানচালকরা কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন সড়কে রোদের তাপে পিচ গলে যাওয়ার চিত্র দেখা গেছে।

কৃষক আবুবক্কর বলেন, “সূর্যোদয় হলেই মাঠে থাকা যাচ্ছে না। মাটি গরম হয়ে যাচ্ছে। আমরা খুব সকালে দু-এক ঘণ্টা কাজ করে বাড়ি চলে আসছি।”

শ্রমিক কফিল উদ্দিন জানান, “পেটের দায়ে মাঠে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়া কোনো উপায় নেই।”

কৃষক কাবের আলী বলেন, “এখন বোরো ধান কাটা-মাড়াইয়ের সময়। প্রচণ্ড রোদে মাঠে কাজ করতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি। ১০ মিনিট কাজ করলে ৫ মিনিট ছায়ায় বসতে হচ্ছে।”

ভ্যানচালক হাবিল উদ্দিন বলেন, “খাবারের তাগিদে রাস্তায় বের হচ্ছি। রাস্তায় লোকজন কম, তাই ভাড়া হচ্ছে না।”

ভ্যানচালক আইয়ুব আলী বলেন, “ছাতা গরম হয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছি। পিচের রাস্তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তবে

লোকজন রাস্তায় না থাকায় রোজগার কম।”

শুক্রবার দুপুর ১২টায় তাপমাত্রা ছিল ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমন আবহাওয়া আরও ৩-৪ দিন থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান।

মেহেরপুরে গাঁজা গাছসহ ২ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। শুক্রবার (৯ মে) রাত ১১ টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদি পশুর খামারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন সাইজের ৫ টি গাঁজাগাছ ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলো উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার গোলাম হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৩) এবং একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার হযরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৩)।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ মে) সকাল ১০ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদিপশুর খামারে গাঁজা গাছের চাষ হচ্ছে এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি টিম শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ টার সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে খামারের মালিক সাদ্দাম হোসেন ও তার কর্মচারী দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্য মতে, বিভিন্ন সাইজের ৫টি গাঁজা গাছ, ২০ গ্রাম গাঁজা,গাঁজা সেবন প্রস্তুতের সরঞ্জাম (কাঁচি ও কাঠি), নগদ ৫ হাজার টাকা এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়।

সাদ্দাম হোসেন গবাদি পশুর খামার পরিচালনা এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ করে আসছে বলে জানায় সেনা বাহিনী।

গাংনীতে জামায়াতের রুকন বৈঠক

যুদ্ধাপরাধের মামলার রায় প্রসঙ্গে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান বলেছেন, “যারা মিথ্যা মামলা ও তথ্য উপস্থাপন করে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দিয়েছে সেইসব বিচারকদেরও বিচারের মুখোমুখি করা হবে। এটিএম আজাহারকে মুক্ত করেই প্রমাণ করা হবে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে প্রহসনের ট্রাইব্যুনাল গঠন করে মিথ্যা মামলা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটা যে তাদের ভূঁয়া মামলা ছিল প্রমাণ করেই জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীদের মুক্ত করা হবে। গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত গাংনী উপজেলা শাখার সদস্যদের (রুকন) শিক্ষা বৈঠক ২০২৫ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
আজ শুক্রবার সকালে ৭ টার সময় গাংনীর দারুল ইয়াতিমখানার হলরুমে এই শিক্ষা বৈঠকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
জামায়াতে ইসলামীর গাংনী উপজেলা শাখার আমীর মো: রবিউল ইসলাম শিক্ষা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য মাওলানা তাজ উদ্দীন খান আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা আর অন্যদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মামলা ও বিচারের রায় এক নয়। অন্যান্য দলের নেতাদের নামে দায়ের করা মামলাগুলো ছিল সিভিল কোর্টের। আর জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মামলাগুলো ট্রাইব্যুনালের। সিভিল কোর্টের মামলা যখন, তখন অ্যাপিল ও শেষ করে দেওয়া যায়। আর ট্রাইব্যুনালে যে পথ দিয়ে মামলা করতে হয় সেই পথ দিয়েই এর বিচার ও রায় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু ধর্মের কিছু নেতাদের জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচিতে যোগদান নিয়ে বির্তকিত ও সমালোচনারও জবাব দেন জামায়াতের এই নেতা।
তিনি বলেন, হিন্দু ধর্মের লোকজনকে যখন ডাকবো, তখন হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন স্তুরে যেসব নেতাকর্মী আছেন তাদেরই তো ডাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ঢাকেস্বরী মন্দিরের সাধারণ সম্পাদককেই ডাকতে হবে। সেই নেতা যদি র’ এর লোক হয়, তাকে রাস্ট্র দেখবে। গোয়েন্দা বিভাগ, সেনাবাহিনী, বিজিবি বা আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দেখবে। সে আছে কিভাবে এই দেশে প্রশ্ন করেন তিনি? তিনি বলেন, হিন্দু ধর্মের ওই নেতা আমাদের প্রোগ্রামে একদিন মাত্র

বক্তব্য দিয়েছে। সে কারণে একদিনেই জামায়াতে ইসলামী ভারতপ্রেমী হয়ে গেলো?
প্রতিবেশী পাল্টানো যায়না উল্লেখ করেতাজ উদ্দীন খান বলেন, ভারতের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর সুস্পষ্ট বক্তব্য, তাদের সাথে জামায়াত বন্ধুত্ব চাই, তবে, সেটা হতে হতে হবে সমতা এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থীরা মাঠে ময়দানে কাজ করছেন। নির্বাচনকে সামনে নিয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীদের ভোটের মাঠে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। ঠিকমত কাজ করতে না পারলে হাত মিলানো পর্যন্তই থাকবে। ফলাফল বাড়ি আসবেনা।
তিনি বলেন, ভোটের হিসাব করলে জামায়াত এখনো অনেক পেছনে আছে। তাই এখনি মানুষজনকে সহযোগী ফরম পূরণ করে নিতে হবে। পরিবেশ, পরিস্থিতি আবহাওয়া এখন জামায়াতের পক্ষে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সুযোগকে কাজে লাগাতে নেতাকর্মীদের এখন থেকেই সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছাতে হবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় আর নেই। শতভাগ কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী মাঠকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।
গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা বৈঠকে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মো: ইকবাল হোসাইন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, সূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মেহেরপুর-২ আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য নাজমুল হুদা, গাংনী পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর আহসানুল হক, গাংনী উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ।
শিক্ষা বৈঠকে, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলি, রুকুনিয়াতের মান, ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব ও সামনের জাতীয় সংসদ সদস্য নিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়। সকাল ৭ টার সময় শিক্ষা বৈঠক শুরু হয়ে বাদ জুম্মা পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণ বৈঠকে গাংনী উপজেলা জামায়াতের রুকন সদস্যরা অংশ নেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনারোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বসুন্ধরা শুভসংঘের

দুর্ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির জীবনকেই থামিয়ে দেয় না, থেমে যায় একটি পরিবারের হাসি, স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের রঙিন পরিকল্পনা। এই করুণ বাস্তবতা বদলাতে হলে চাই সম্মিলিত সচেতনতা আর সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর শাখার সদস্যরা।
আজ শুক্রবার (৯ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের কলেজ মোড়ে একটু সচেতনতাই পারে আপনার সাজানো জীবনকে বাঁচাতে ও নিরাপদ রাখতে এই বার্তা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাই শুভসংঘ।
কলেজ শিক্ষক ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে ও বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা শুভ সংঘের উপদেষ্টা ও কালের কণ্ঠের মেহেরপুর প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।
অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা কেউই চাই না সড়কে কারও মৃত্যু হোক, কোনও প্রাণ অকালে ঝরে যাক। আমি মনে করি, যদি আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট দেরিও হয়, তবুও ট্রাফিক আইন মেনে ধীরে ও সচেতনভাবে চলাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। এটি আমাদের নিজের, আমাদের পরিবারের এবং সমগ্র সমাজের জন্যই মঙ্গলজনক।
এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি বসুন্ধরা শুভসংঘকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও সমাজগঠনের কাজ নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবে।
অনুষ্ঠানে এছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান, দপ্তর সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. নাসিম হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক আলকামা সিদ্দিকী তারিফ, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পুকুরে ডুবে শিশুর

মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শিমুলতলা গ্রামে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে হুজাইফা (৬) নামের এক শিশু মারা গেছে।
হুজাইফা শিমুলতলা গ্রামের কৃষক তুহিন আলীর ছেলে।
আজ শুক্রবার ০৯ মে) দুপরের দিকে বাড়ির পাশে নিজ পুকুর থেকে হুজাইফার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, শিশুটি বাড়ি থেকে বে হয়ে পুকুরের পাশে পাখি ধরতে যায়। এসময় অসাবধানতাবসত পা পিছলে গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। পরে তার মরদেহ পুকুরে ভাসতে দেখে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করেন। গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এদিকে, একমাত্র সন্তান হারিয়ে পিতা তুহিন আলী ও মা লাবণী খাতুন পাগল প্রায়।

মুজিবনগরে আওয়ামী লীগ নেতা ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক আটক

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বল্লভপুর গ্রামের অশোক মাষ্টারে ছেলে আওয়ামী লীগ নেতা বাবুল মল্লিককে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
শুক্রবার সকাল সাগে ১০ টার দিকে বল্লভপুর খ্রিষ্টান কবরস্হান মোড়ে প্রদিপের চায়ের দোকান থেকে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান আটকের সত্যতা স্বীকার করে জানান, তাকে আটক করে মামলা দিয়ে মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়াতে চাচাশ্বশুরকে হত্যাকারী সবুজের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে চাচাশ্বশুর ইলিয়াস হোসেনকে হত্যাকারী জামাই সবুজ আহমেদের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে গ্রামবাসি।

আজ শুক্রবার (০৯ মে) বিকালে কাথুলি- মেহেরপুর সড়কের গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামে এই মানববন্ধন করেন তারা।

কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি ফেরদৌস ওয়াহেদ বেল্টুর নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম, স্থানীয় ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শওকত হোসেন, কামরুল ইসলাম, আব্দুল জাব্বার, মাওলানা জাবের আলী, আব্দুল কুদ্দুস, স্কুল শিক্ষক আক্তারুজ্জামান লাভলু, রহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
মানববন্ধনে এলাকার নারী, পুরুষ, শিশুসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধন থেকে তারা খুনি সবুজের ফাঁসির দাবি করেন।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার (০৮ মে) ভোরে ভাইয়ের জামাই সবুজ হোসেনের উপূর্যপুরি ছুরিকাঘাতে চাচাশ্শুর ইলিয়াস হোসেন নিহত হন। এসময় গ্রামবাসি সবুজ হোসেনকে আটক করে গণধোলাইকালে সেনবাহিনী ও পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নেন।
এঘটনায় ইলিয়াস হোসেনের ভাই বাদি হয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সবুজ, তার পিতা আওয়ামী লীগ নেতা ময়নাল হক ও মা সুখিয়ারা খাতুনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন।